ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সমস্যা
(Problems of National Unity and Integration in India)

ভারতবর্ষের সমাজ বহুত্ববাদী (Plural Society)। এখানে বহু জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে সিমলার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব এ্যাডভান্সড্ স্টাডিতে অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু তাঁর বক্তৃতামালায় জাতীয় সংহতির বিভিন্ন সমস্যার ওপর আলোকপাত করেন। তাঁর মতে, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের সীমা ছাড়িয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করছে এবং তার প্রতিফলন হয়েছে সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিতে। তিনি মনে করেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিসত্তাগুলির অসম অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের অসামঞ্জস্যগুলিই আক্রোশ ও হিংসাতে তথা জাতীয় সংহতির সমস্যাতে পরিণত হয়েছে। অধ্যাপক কে. এল. শর্মার মতে, জাতীয় সংহতির সমস্যার উদ্ভব অংশত ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ থেকে এবং অংশত বেশ কিছু সামাজিক গোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের সমস্যা থেকে। তুলনামূলকভাবে দরিদ্র ও পশ্চাদপদ কিছু কিছু সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেদের 'দ্বিতীয় শ্রেণির' নাগরিক ভাবতে শুরু করে। অন্যদিকে, কিছু সামাজিক গোষ্ঠী জনসংখ্যা, অর্থ, রাজনৈতিক ক্ষমতা, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে নিজেদের শক্তিশালী ও আধিপত্যকারী মনে করতে শুরু করে। পরস্পরবিরোধী সমষ্টিগত মানসিকতার মধ্যকার এই দ্বন্দ্বগুলিই ভারতবর্ষের ঐক্য ও জাতীয় সংহতির সবচেয়ে বড়ো সমস্যা।

☐ সাম্প্রতিক জাতীয় রাজনীতি ও বহুত্ববাদ

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর জাতীয় সংহতি সমস্যা সম্পর্কিত বক্তৃতামালার সময়কাল থেকে উত্তরোত্তর সমস্যাগুলি আরও ব্যাপক ও জটিল আকার ধারণ করেছে। ভারতবর্ষের জনসমাজে যে বিভিন্নতা, বৈচিত্র্য এমনকি বৈপরীত্য রয়েছে সাম্প্রতিক জাতীয় রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে সেই বহুত্ববাদ ও বহুমাত্রিকতার প্রতিফলন ঘটতে শুরু করেছে। কেন্দ্রে সরকার গঠন কিংবা পতনে ছোটো এবং আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকা উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কোথাও এই দল প্রাদেশিকতার প্রতিনিধি, কোথাও যাদব, কুর্মি

Scanned with CamScanner